দৈনিক জনকণ্ঠ

১০৭

তারিখ ..AUG 30 1999

## এই নির্মম পরিহাসের অর্থ কি

গত ৫ জুলাই '৯৯ জনকণ্ঠের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলামের শুরুতে তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে– "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মে '৯৯ মাসের বেতনভাতার সরকারী অংশের টাকার চেক .... ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামী ২০ জুলাই '৯৯-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে .... উত্তোলন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।"

সাদামাটা তথ্যবিবরণী, যা ২/৩ মাস অন্তর শিক্ষক-কর্মচারীদের হাতে আসে। শুরু হয় শিক্ষকদের অপেক্ষা আর হিসাব-নিকাশের পালা। ছেলেমেয়ের স্কুলের বেতন, দোকানের বাকি, মা-বাবার চিকিৎসার ওষুধ, সংসার খরচ ইত্যাদি। তারিখ দেখে ছেলেমেয়েদের কথাও দিয়ে রাখি। ছেলেমেয়েও মাঝেমধ্যে আমাদের কাছে জানতে চায়– "বেতন তোলার আর ক'দিন বাকি?"

২০ জুলাই যতই নিকটবর্তী হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের টেনশন ততই বাড়তে থাকে। টাকা যেন অনেক দূরে। অপেক্ষার মুহূর্ত আর শেষ হয় না। অবশেষে বিশ তারিখ এলো। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানালেন– "আপনাদের কোন খবর হয়নি।" সারাদিন বাজারের ব্যাগসহ ব্যাংক থেকে শেষে খালি হাতে বাড়ি ফেরা।

সরকারের কাছে আমাদের প্রশ্ন, দীর্ঘ দু'/তিন মাস ধরে হিসাব-নিকাশ করে ডিজি, বানবেইস কর্তৃপক্ষ এই বিশ হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর সামান্য ক'টি টাকার হিসাব মিলাতে পারে না? তথ্য বিবরণীর খবর ছাপা হবার পর টাকা উত্তোলন করা যায়নি এমন ঘটনা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। বিষয়টি ভেবে দেখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

*বিনা দাস*
আদিবাসী স্কুল, নওগাঁ